সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জন সংযোগ যাত্রার ৪,০০০ কিলোমিটার পথ সম্পূর্ণ, নদিয়া সফর শেষ হল- সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন সংযোগ যাত্রা ভারতীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণমূলক রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরল

"আমি নিশ্চিত যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাংলার মানুষ বিজেপিকে যোগ্য জবাব দেবেন"

নদিয়া, ০৯.০৬.২০২৩

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক কর্মসূচিতে যেভাবে লক্ষ লক্ষ উৎসাহী মানুষ সামিল হয়েছেন, তাতে উচ্ছ্বসিত সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক। **শুক্রবার (৯ জুন, ২০২৩) 'জন সংযোগ যাত্রা' শীর্ষক এই কর্মসূচি তার যাত্রাপথে ৪,০০০ কিলোমিটার দূরত্ব সম্পূর্ণ করল এবং একটি অভূতপূর্ব মাইলফলক স্পর্শ করল। এদিনই নদিয়ায় এই কর্মসূচির দু-দিনের জেলাসফরও শেষ হল।**

গত ৪৪ দিন ধরে 'তৃণমূলে নব জোয়ার' প্রচার কর্মসূচি বাংলার ১৮টি জেলায় ঘুরেছে এবং ১১৭টিরও বেশি জন সমাবেশ, ৫৮টি বিশেষ কর্মসূচি, ১০০টি রোড শো ও ৩৩টি জেলা অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে, যা মানুষের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে এবং নির্বাচনী ব্যবস্থাপনায় মানুষের অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেছে।

বৃহস্পতিবার (৮ জুন, ২০২৩) 'জন সংযোগ যাত্রা' নদিয়া জেলায় প্রবেশ করে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাপনা মানুষের জন্য এক নয়া মঞ্চ তৈরি করেছে। যা রাজ্যে 'মানুষের পঞ্চায়েত' গঠনের প্রক্রিয়াকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

নদিয়া জেলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমনী অনুষ্ঠানে বিপুল জনসমর্থন দেখা গিয়েছে। কৃষ্ণনগর দক্ষিণে তাঁদের প্রিয় নেতাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য মানুষ। এরপর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ধুবুলিয়া রিফিউজি ক্যাম্প ঘুরে দেখেন। সেখানকার আবাসিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। আবাসিকদের জীবনযুদ্ধের কাহিনি শুনে তাঁদের কুর্নিশ জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁদের কল্যাণে আরও একবার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে দায়বদ্ধতার প্রতিশ্রুতি দেন।

'জন সংযোগ যাত্রা' অব্যাহত থাকে নাকাশিপাড়া ও তেহট্ট-২ এলাকার রোড শো-এর মধ্য দিয়ে। এই দু' টি জায়গাতেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমজনতার সঙ্গে আলাপচারিতা করেন, তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শোনেন এবং 'তৃণমূলে নব জোয়ার' প্রচার কর্মসূচির নেপথ্যে থাকা পরিবর্তনশীল ভাবনা নিয়েও মতবিনিময় করেন। **রাজ্যের প্রতিটি অংশে সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন পৌঁছে দিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে বদ্ধপরিকর, তা নাকাশিপাড়া এবং তেহট্ট-২ এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে তাঁর এই আলাপচারিতা থেকেই আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।**

শুক্রবার, জেলার কৃতী ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রের এই ব্যক্তিবর্গের অবদানকে কুর্নিশ জানান তিনি। এদিনই হরিণঘাটায় একটি অভূতপূর্ব রোড শো অনুষ্ঠিত হয়। যা উপস্থিত জনতাকে উদ্দীপিত করে তোলে এবং ঐক্য ও উন্নয়নের বার্তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে।

নির্বাচনী আচরণবিধি কার্যকর হয়ে যাওয়ায় 'গ্রামবাংলার মতামত' কর্মসূচিটি যাত্রার এই পর্বে শেষ করতে হলেও, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মানুষকে আশ্বস্ত করেছেন, তাঁরা চাইলে 'এক ডাকে অভিষেক' - এর মাধ্যমে সরাসরি প্রিয় নেতাকেই পছন্দের প্রার্থী সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করতে পারেন অথবা জেলা নেতৃত্বকেও নিজেদের পছন্দের কথা জানাতে পারেন।

এরপর, শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রা উত্তর ২৪ পরগনায় এগিয়ে যাবে, যেখানে তিনি জনগণের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করবেন। **এই যাত্রাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে শেষ হবে, পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার যাত্রায় সেখানে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দেবেন।**

ইডি এবং সিবিআই তলবের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে এবং তাঁর পরিবারকে হেনস্থা করা হচ্ছে। এই বিষয়ে বৃহস্পতিবার রাতে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ খোলেন শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, **'এটা কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়, যে দিন পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা করা হল, সেই দিনই আমাকে ইডি তলব করল।'** তবুও, তিনি এদিন ফের বাংলার জনগণের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে বলেন, **'আমি নিশ্চিত যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাংলার মানুষ বিজেপিকে উপযুক্ত জবাব দেবে।'**

বাংলায় নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ণ করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে বলে শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, **'নির্বাচনী প্রক্রিয়া পরিচালিত করতে বিজেপি কেন্দ্রীয় বাহিনী চায়, কারণ তারা শীতলকুচির মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে চায়, যেখানে নিরস্ত্র যুবকদের বিএসএফ জওয়ানরা গুলি করে হত্যা করেছিল। ত্রিপুরায় যখন প্রায় ৯০% আসনে কোনও প্রার্থী ছিল না, তখন কতজন নেতা কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি তুলেছিলেন?'**

ইডি এবং সিবিআই তলব নিয়ে বলতে গিয়ে শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের যাত্রা চলছে তাই আমি ইডির তলবে যেতে পারব না। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ১০ ঘণ্টা ধরে অকারণে সেখানে বসে থাকতে পারব না। কারণ এর ফলাফল, আগের উদাহরণগুলির মতোই শূন্য হবে।' তিনি জানান, পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে ৮ জুলাইয়ের পরে যে কোনও দিন তিনি ইডির দফতরে যেতে প্রস্তুত।

তৃণমূল শান্তির পক্ষে। তা উল্লেখ করে তিনি বলেন, **'যে সমস্ত জায়গায় সিপিআইএম ক্ষমতায় ছিল, তারা হিংসার ঐতিহ্যকে প্ররোচিত করেছে, তা কেরালা বা ত্রিপুরা হোক। পরিহাসের বিষয় হল এখন এই নেতারা এখন আমাদের শেখানোর চেষ্টা করছেন কীভাবে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে হয়।'**

'জন সংযোগ যাত্রা' তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছে এবং শনিবার উত্তর ২৪ পরগনায় হতে চলেছে। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার জনগণের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতিতে অবিচল রয়েছে এবং সবার জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিশ্চিত করছে।

--